প্রথম আলো

তারিখ 26 JAN 2014
পৃ 2 কলাম 3

থামেনি সংবর্ধনায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহার, সোনার নৌকা গ্রহণ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

থামেনি মন্ত্রী-সাংসদদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে গতকাল শনিবারও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মন্ত্রীর সংবর্ধনার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হলো শিক্ষার্থীদের। উপহার হিসেবে মন্ত্রী নিলেন সোনার নৌকা।

অবশ্য সমালোচনার মুখে গতকাল দিনাজপুরের পার্বতীপুরে স্থগিত করা হয় মন্ত্রীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। বাতিল করা হয় ২০৮টি স্কুলে 'সংরক্ষিত ছুটি'।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনে এবারের নির্বাচনে জয়ী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এ নিয়ে পাঁচবার সাংসদ হয়েছেন। এবার দায়িত্ব পেয়েছেন সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী হিসেবে।

গতকাল ভোর থেকেই নাসিরনগর উপজেলায় ছিল মন্ত্রীকে বরণের ব্যাপক প্রস্তুতি। মন্ত্রীকে বরণ করে নিতে সকাল সাড়ে নয়টা থেকেই বিভিন্ন রাস্তাঘাটে ফুলের তোড়া হাতে জড়ো করা হয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। আর বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুইটা পর্যন্ত তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনটার দিকে শুরু হয় বরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান। এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সোনার নৌকা দিয়ে মন্ত্রীকে বরণ করা হয়। মন্ত্রীকে সোনার নৌকা উপহার দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রাফি উদ্দিন।

গতকাল দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বেলা সাড়ে ১১টায় স্থানীয় জ্ঞানাঙ্কুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে দিনাজপুর-৫ (পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী) আসনের সাংসদ প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের কথা ছিল। অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে স্থানীয় ২০৮টি স্কুলে ঘোষণা করা হয়েছিল এক দিনের 'সংরক্ষিত ছুটি'। তবে বিষয়টি *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত হওয়ার পর ওই ছুটি বাতিল করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও হয়নি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একাংশের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান জানান, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কানে গেলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের দিনাজপুর জেলা ও পার্বতীপুর উপজেলা কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংবর্ধনা স্থগিত ও ছুটি বাতিল করার নির্দেশ দেন।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন **সরাইল** (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ও **পার্বতীপুর** (দিনাজপুর) প্রতিনিধি]